• বর্ষ ২০১৯
• সংখ্যা ০৩
• জুলাই - সেপ্টেম্বর

GHASHFUL

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

প্রকাশনার ১৮ বছর

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও আদর্শ বাস্তবায়নে কাজ করছে সরকার

গুমান মর্দ্দন ও মেখল ইউনিয়নে জাতীয় শোক দিবস পালন

গত ১৫ আগস্ট গুমান মর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে এবং ঘাসফুল এর সহযোগীতায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৪তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে খতমে কোরআন, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। গুমান মর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যান মো: মুজিবুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কীয় সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি। সভা আরম্ভের পূর্বে অতিথিবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং এক মিনিট দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করা হয়। ইউপি সচিব মোহাম্মদ আবু তৈয়ব এর সঞ্চালনায় শোক সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের

উপ পরিচালক মফিজুর রহমান, সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন

চট্টগ্রাম জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর এর উপ

পরিচালক শহিদুল ইসলাম, ধলই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলমগীর জামান সিআইপি, প্যানেল চেয়ারম্যান সৈয়দ মো: জাহেদ হোসেন, ৭নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য শেখ মো: জামাল উদ্দীন, বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান গাজী জাহেদুল ইসলাম চৌধুরী ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ। প্রধান অতিথি বলেন, বর্তমান সরকার উন্নয়ন এবং ডিজিটাল কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও আর্দশ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বেলাল উদ্দীন জাহাঙ্গীর, বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ, মুক্তিযোদ্ধার সন্তানগণ, ইউপি সদস্যগণ এবং এলাকার সর্বস্তরের জনসাধারণ। পবিত্র কোরআন তেলোয়াত করেন মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ এবং ➢ বাকী অংশ ২য় পৃ: দেখুন

এনজিওগুলো সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে কাজ করছে

সিডিএফ এর আঞ্চলিক সম্মেলন ২০১৯ অনুষ্ঠিত

দেশের মাইক্রোক্রেডিট প্রতিষ্ঠান সমূহের মাত্র ১ শতাংশ মূলধন ডোনার ফান্ড থেকে আসে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এডিবি, আইএমএফ, চাইনিজ ব্যাংকসহ অন্যরা বাংলাদেশকে বিলয়নস অব ডলার ঋণ দিতে চায়। তাহলে কেনো আমরা ডোনার ফান্ড চাইবো? দেশের মাথাপিছু আয় দ্রুত বাড়ছে। প্রয়োজন হলে আমরা ঋণ নেবো এবং সময়মতো তা পরিশোধ করবো। গত ২১ সেপ্টেম্বর ছয়টি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল, কোডেক, মমতা, প্রত্যাশী, ইপসা ও আইডিএফ এর সহযোগীতায় চট্টগ্রাম অফিসার্স ক্লাব মিলনায়তনে চট্টগ্রাম বিভাগের ক্ষুদ্র অর্থায়ন পরিকল্পনাকারী সংস্থাসমূহের অংশগ্রহণে 'ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ) আয়োজিত আর্থিক অন্তর্ভুক্তি তথা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে ক্ষুদ্র অর্থায়ন সংস্থা সমূহের ভূমিকা শীর্ষক আঞ্চলিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম.এ. মান্নান এসব কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, সরকার এনজিওকে প্রতিপক্ষ মনে করে না। এনজিওগুলো সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিওদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর প্রফেসর ড. আতিউর রহমান, বিশেষ অতিথি ছিলেন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) এর এক্সিকিউটিভ ভাইস-চেয়ারম্যান অমলেন্দু মুখার্জী, সভাপতি ছিলেন ব্র্যাক এর সিনিয়র উপদেষ্টা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্যসচিব মো: আবদুল করিম। সিডিএফের নির্বাহী ➢ বাকী অংশ ২য় পৃ: দেখুন

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও আদর্শ.........

১ম পৃষ্ঠা পর

মোনাজাত পরিচালনা করেন মৌলানা মোঃ আবদুর রাজ্জাক। এছাড়া ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় পাঁচ জন দু:স্থ মহিলাকে নগদ টাকার চেক প্রদান করা হয়। একই দিন মেখল ইউনিয়নস্থ সমৃদ্ধি কর্মসূচি কার্যালয়েও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মেখল সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ নাছির উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধানঅতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ সালাহউদ্দীন চৌধুরী। প্রধান অতিথি জাতির জনকের কর্মময় জীবনের উপর আলোচনা করেন এবং তার আদর্শে দেশপ্রেম জাগ্রত করে সোনার বাংলা গড়তে সকলের প্রতি আহবান জানান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার বেবি আক্তার, খুরশিদা বেগম, সমাজ সেবক সৈয়দ মোঃ মাহফুজুর রহমান, উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের সদস্য কাজী মোঃ আব্দুল মারুফ। অনুষ্ঠানে সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাগণসহ মেখল ইউনিয়নের সর্বস্তরের জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন। উভয় ইউনিয়নে জাতির জনকের জীবনীর উপর নির্মিত ভিডিও ডকুমেন্টারি "চিরঞ্জীব" প্রদর্শন করা হয়।

এনজিওগুলো সরকারের উন্নয়ন...

১ম পৃষ্ঠার পর

পরিচালক মো. আব্দুল আউয়াল এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আইএনএম এর নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তফা কে. মুজেরী। অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আইডিএফ এর নির্বাহী পরিচালক জহিরুল আলম, মমতার প্রধান নির্বাহী আলহাজ্ব রফিক আহমদ, ইপসা'র প্রধান নির্বাহী মোঃ আরিফুর রহমান, পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার এর নির্বাহী পরিচালক লোকমান হাকিম, অন্তর এর প্রধান উপদেষ্টা মোঃ এমরানুল হক চৌধুরী, ব্যুরো বাংলাদেশের পরিচালক (অর্থ) মোঃ মোশারফ হোসেন এবং কোডেকের উপ-নির্বাহী পরিচালক কমল দাশগুপ্ত। এছাড়াও সম্মেলনে চট্টগ্রাম বিভাগের প্রায় ১৫০জন এনজিও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন এবং অনেকেই উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন। সম্মেলনে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী।

জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় সামাজিক.........

শেষ পৃষ্ঠা পর

বাংলাদেশ পুলিশ সর্বমহল হতে নিরবিচ্ছিন্ন সহযোগিতা প্রত্যাশা করছে। সভাপতির বক্তব্যে মফিজুর রহমান বলেন, আমরা সকলেই একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ ও দেশ চাই আর এই শান্তি নিশ্চিত করতে হলে দল, মত, জাতি নির্বিশেষে সকলকে একযোগে জঙ্গিবাদ বিরোধি সকল কর্মকান্ডে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে। এই ব্যাপারে সর্বপ্রথম যুব সমাজকে সচেতন করতে হবে ও এগিয়ে আসতে হবে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারি পুলিশ কমিশনার (উত্তর) দেবদুত মজুমদার, জেলা তথ্য কর্মকর্তা সাইদ হাসান, চান্দগাঁও ও পাঁচলাইশ থানার অফিসার ইনচার্জ আবুল কালাম ও আবুল কাশেম, চসিক ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাহেদ ইকবাল বাবু ও কফিল উদ্দিন খান এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ পরিচালক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিগণসহ ইয়েস প্রকল্পের বিভিন্ন উপকারভোগীগণ ও ওয়ার্ড ভিত্তিক কমিউনিটি বেইজড অর্গানাইজেশন (সিবিও) এর প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন (এসসিই) প্রকল্পের ট্রেইনার জোবায়দুর রশীদ ও ইয়েস প্রকল্পের ইয়ুথ ভলান্টিয়ার নিবেদিতা পাল।

ঘাসফুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বিশিষ্ট কর উপদেষ্টা মরহুম লুৎফর রহমানের ১৯তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

০১ আগস্ট বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বিশিষ্ট কর উপদেষ্টা ও সমাজসেবক মরহুম লুৎফর রহমানের ১৯তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়। তিনি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল, চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল, লায়ন্স ক্লাবসহ বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে আমৃত্যু সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ঘাসফুলের উদ্যোগে এ দিন সকাল ১০.০০ টায় আমিরবাগস্থ প্রধান কার্যালয়ে কোরানখানি, দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য ১৯৭২ সালে মরহুম লুৎফর রহমানের সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় ঘাসফুল উন্নয়নযাত্রা শুরু করে। মরহুমের ১৯তম মৃত্যুবার্ষিকীতে ঘাসফুল পরিবার তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। মরহুম লুৎফর রহমান ১৯২৫ সালে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পেশাগত জীবনে একজন খ্যাতনামা কর-উপদেষ্টা ছিলেন।

পিতৃ বিয়োগ

ঘাসফুল প্রশাসন বিভাগের জুনিয়র কর্মকর্তা মোঃ আবদুর রহমানের পিতা মোঃ আবদুল করিম গত ২৮ আগস্ট ইন্তেকাল করেন। 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন'। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। ঘাসফুল পরিবার মরহুমের পরিবারবর্গে প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। মহান আল্লাহর কাছে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং পরিবারকে যেন প্রিয়জন হারানোর শোক বইবার শক্তি দান করেন।

মাতৃ বিয়োগ

ঘাসফুল এমআইএস বিভাগের জুনিয়র কর্মকর্তা নাদিরা রহমানের মাতা সেলিনা আক্তার গত ২৮ সেপ্টেম্বর ইন্তেকাল করেন। 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন'। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। ঘাসফুল পরিবার মরহুমের পরিবারবর্গে প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। মহান আল্লাহর কাছে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং পরিবারকে যেন প্রিয়জন হারানোর শোক বইবার শক্তি দান করেন।

ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্প ও বিওয়াইএলসি-চট্টগ্রাম এর যৌথ উদ্যোগে মানববন্ধন

নারী ও শিশু ধর্ষণ বন্ধ এবং ন্যায়বিচারের দাবীতে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) এর সহযোগীতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন ইয়েস প্রকল্প ও বাংলাদেশ ইয়ুথ লিডারশীপ কাউন্সিল (বিওয়াইএলসি) চট্টগ্রাম যৌথভাবে গত ০৩ সেপ্টেম্বর এক মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে। এতে ছাত্র, শিক্ষকসহ সচেতন নাগরিকগণ অংশগ্রহণ করে। মানববন্ধন থেকে নারী ও শিশুর উপর অব্যাহত ধর্ষণ বন্ধ এবং ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণে সকলকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

ভলান্টিয়ারিজম ও বৃক্ষরোপন বিষয়ক প্রচারাভিযান

গত ৬ আগস্ট মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) এর সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন ইয়েস প্রকল্পের উদ্যোগে কুলগাঁও সিটি কর্পোরেশন ডিগ্রী কলেজ চত্বরে ভলান্টিয়ারিজম ও বৃক্ষরোপন বিষয়ক প্রচারাভিযান অনুষ্ঠিত হয়। বৃক্ষরোপন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাহেদ ইকবাল বাবু ও কুলগাঁও সিটি কর্পোরেশন ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ আমিনুল ইসলাম খান। এ উপলক্ষে অধ্যক্ষের সভাকক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে প্রধান আলোচক অধ্যক্ষ আমিনুল ইসলাম খান বলেন, ঘাসফুলের যুব উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে যুক্ত হতে পেরে আমরা আনন্দিত। স্থানীয় কাউন্সিলর সাহেদ ইকবাল বাবু বলেন, ইয়েস প্রকল্পের কার্যক্রম যুব বান্ধব ও সৃজনশীল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এই ধরনের কার্যক্রম যুব সমাজের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আমি বিশ্বাস করি। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন গর্ভনিং বডির সদস্যগণ, বিভিন্ন বিভাগের সম্মানিত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়-৩ এর সাথে

দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) এর সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন ইয়েস প্রকল্পের উপকারভোগীদের কারিগরি প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্প ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয়-৩ এর সাথে গত ২৮ আগস্ট একসমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারকে ঘাসফুলের পক্ষে স্বাক্ষর করেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী এবং জেলা সমাজসেবা কার্যালয়-৩ এর প্রধান প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা মোহাম্মদ আরিফ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা সমাজসেবা কার্যালয়-৩ এর জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মোঃ আশরাফ উদ্দীন, ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশান প্রকল্পের ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর সিরাজুল ইসলাম, ইয়েস প্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার রবিউল হাসান, প্রকল্প কর্মকর্তা গৌতম কুমার শীল ও জসীম উদ্দীনসহ প্রকল্পের উপকারভোগী সদস্যগণ।

নগরীর পশ্চিম ষোলশহর ৭ নং ওয়ার্ডে

ডেঙ্গু প্রতিরোধ প্রচারাভিযান

ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্পের যুব অংশগ্রহণে জনসচেতনতা ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত ০৭ আগস্ট নগরীর পশ্চিম ষোলশহর ৭নং ওয়ার্ডে ভলান্টিয়ারিজম, ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্ন নগরায়নে প্রচারাভিযান অনুষ্ঠিত হয়। প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে প্রধান সড়কে জনসচেতনতামূলক প্লেকার্ড ও ফেস্টুন সম্বলিত র‍্যালি, হামজারবাগ জামেয়া আহমদিয়া সড়কে পরিচ্ছন্নতা অভিযান এবং ৭নং ওয়ার্ড এর অভ্যন্তরে হামজারবাগ রেলক্রসিং চৌমুহনীতে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রচারাভিযানের উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ৭নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোঃ মোবারক আলী। উক্ত কর্মসূচিতে ৭ ও ৪নং ওয়ার্ড এর ইয়ুথ গ্রুপের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করে।

ঘাসফুল ইন্টার্ণশীপ কর্মসূচী

ইউরোপিয়ান মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম এর শিক্ষার্থীদের ইন্টার্ণশীপ সম্পন্ন

শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞানার্জন, দক্ষ জনশক্তি তৈরি, উন্নয়ন সেক্টরে কাজ করতে আগ্রহী মেধাবীদের উৎসাহিত করাসহ বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে ঘাসফুল ১৯৯৮ সাল থেকে ইন্টার্ণশীপ কার্যক্রম সফলতার সাথে পরিচালনা করে আসছে। ঘাসফুল ইন্টার্ণশীপ কর্মসূচী ইতোমধ্যে দেশের গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও ব্যাপক পরিচিতি ও সুনাম অর্জন করে। বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় গুলো থেকে শিক্ষার্থী ও গবেষকরা এ কর্মসূচির আওতায় ইন্টার্ণশীপ সম্পন্ন করার জন্য আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত জুন হতে আগস্ট পর্যন্ত ইউরোপিয়ান মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রামের স্কলারশীপ নিয়ে বেলজিয়ামের University Libre de Bruxells এর দুইজন শিক্ষার্থী; ইথুপিয়ার এনডাস কাসো ফিউ ও বেনিনের মারিনা সেনামি মনকুন মাস্টার্স ইন ইউরোপিয়ান মাইক্রোফিন্যান্স কোর্সের গবেষণা ও ব্যবহারিক জ্ঞানার্জনে ঘাসফুলে আসেন। ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরীর তত্ত্বধানে গবেষণা সম্পন্ন করেন। উল্লেখ্য এনডাস কাসো ফিউ ইথুপিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, তাঁর গবেষণার বিষয় 'Ghashful's Microfinance Services and Customer Satisfaction' ও মারিনা সেনামি মনকুন একজন উদ্যোক্তা, তাঁর গবেষণা 'The Impact of Microfinance and mobile money on the well-being of people - বিষয়ে গবেষণা সম্পন্ন করে।

সরকারের অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে যুক্ত হচ্ছে বয়স্করাও

ঘাসফুলের শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র প্রকল্প পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পের পরিচালক (উপ-সচিব) আবদুল জলিল গত ০২ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম টাইগারপাস কলোনীতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো চট্টগ্রাম জেলার সহায়তায় ঘাসফুল পরিচালিত বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের অব্যাহত শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি বয়স্ক শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় করেন। এসময় তিনি বলেন, শিক্ষার কোন বয়স নেই, বর্তমান সরকার সকল নাগরিকের শিক্ষা নিশ্চিত করতে কাজ করছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে দেশের এখনো মোট জনসংখ্যার একটি অংশ শিক্ষার বাইরে রয়েছে। সরকার এদেরকে পেছনে রেখে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আগ্রহী নয়। সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া

জনগোষ্ঠীকে দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে কাজ করছে সরকার। শিক্ষা ও সাক্ষরতার জন্য কোন বয়স নেই, বয়স্করাও শিক্ষার সাথে যুক্ত হচ্ছে সরকারের অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে। পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম জেলার সহকারি পরিচালক মোঃ জুলফিকার আমিন, সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর সিরাজুল ইসলাম, প্রশিক্ষক জোবায়দুর রশীদ, কর্মকর্তা সুচিত্রা মিত্র, গুলশান আরা ও নুরুন নাহার নার্গিসসহ প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন এর শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন ও ইন্টার্ণশীপ সম্পন্ন

গত ২১ জুলাই চট্টগ্রামস্থ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন এর একদল শিক্ষার্থী ঘাসফুলে ইন্টার্ণী হিসেবে যোগদান উপলক্ষে সংস্থার কনফারেন্স হলে এক ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন হয়। এ সময় শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানান ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের উপ পরিচালক মফিজুর রহমান, ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের প্রধান সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী, অর্থ ও হিসাব বিভাগের প্রধান মারুফুল করিম চৌধুরী। ঘাসফুলে ইন্টার্ণী করতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিলেন এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন এর শিক্ষার্থী শুভা বড়ুয়া, তাহমিনা আফরোজ তনিকা, দিলশাদ জাহান, কাশফিয়া মাওয়া, ফারিহা ফাইরুজ, সায়মা সাদিয়া। ওরিয়েন্টেশনটি পরিচালনা করেন ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের সহকারী পরিচালক মোঃ তাজুল ইসলাম খান, প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনূর রশীদ। উল্লেখ্য ইন্টার্ণীগণ ঘাসফুল এর কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞানার্জন করে। তারা সংস্থার বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করে এবং ইন্টার্ণশীপ প্রতিবেদন দাখিল করে।

সম্পাদকীয়

‘কন্যা শিশুর অগ্রযাত্রা দেশের জন্য নতুন মাত্রা’

আজকের কন্যাশিশু আগামী দিনের একজন সফল নারী এবং সার্থক মা। আমরা জানি একজন শিক্ষিত মা যেমন শিক্ষিত জাতি তৈরি করতে পারে তেমনি একজন প্রতিষ্ঠিত নারী তৈরী করতে পারে উন্নত সমাজ। বিগত কয়েক দশক ধরে কন্যাশিশুর আগ্রযাত্রায় নানামুখি উন্নয়ন হলেও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে এক জায়গায় আমরা এখনো থমকে আছি। সরকার কন্যাশিশুদের নিরাপত্তা ও উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়ার ফলে এখনকার নারীরা বিভিন্ন সেক্টরে পেশাগত প্রতিষ্ঠা অর্জনে সক্ষম হলেও তাদের বিয়ের ক্ষেত্রে পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। এখনো অধিকাংশ অভিভাবক কন্যাশিশুর ক্ষেত্রে প্রথমে বিয়ে তারপর প্রতিষ্ঠার কথা ভাবেন, যদিও তাদের বিয়ের চেয়ে উপার্জনশীল হওয়াটা হাজারগুণ বেশি জরুরী। দুঃখজনক হলেও সত্য শিক্ষা সংস্কৃতি ও পেশাগত ক্ষেত্রে এতো উন্নয়নের পরও একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে এখনো অধিকাংশ মেয়েই বিবাহোত্তর সংসারকেই জীবনযাপনের একমাত্র অবলম্বন বলে মনে করে কিংবা পারিবারিকভাবে সেটাই মনে করানো হয় - যা কন্যাশিশুর ভবিষ্যত বিনির্মাণে বড়ধরণের অন্তরায়। বড় হয়ে পরিবারের হাল ধরতে হবে, মা-বাবার দেখাশুনা করতে হবে, আয়-রোজগার করে পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে হবে - এধরণের বিষয়গুলো যদি আমাদের কন্যাশিশুরা বেড়ে উঠার সময় তাদের মেধা ও মননে ধারণ করার সুযোগ পায়, তাহলে নিশ্চিত তাদের আত্মউন্নয়নের দায়বদ্ধতা বহুগুণ বেড়ে যাবে। অত্যন্ত বিস্ময়কর বিষয় হল, সাধারণত বাঙালী নারীরা স্বামী, সন্তান এবং সংসারকে অবলম্বন করে বাঁচার কথা ভাবেন। তন্মধ্যে বেশীরভাগ নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার কথা ততক্ষণ ভাবেন না যতক্ষণ না তাঁদের স্বামী, সন্তান উপার্জনে অক্ষম হয়ে পড়ছেন। মোদ্দাকথা সংসার বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাই মুখ্য, নিজের পায়ে দাঁড়ানোটা নয়। এজন্য আমাদের কন্যাশিশুদের শৈশব থেকেই এমন ধারণা দেয়া প্রয়োজন, যা একজন ছেলে সন্তানকে দেয়া হয়। নারী-পুরুষ সাম্যতা এবং সমতা শুরু থেকেই শুরু করা জরুরী। এধরণের মানসিকতা সৃষ্টির মাধ্যমে আরো বেশী কার্যকর হবে পিছিয়ে পড়া নারীদের জন্য নেয়া রাষ্ট্রিয় বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা। আমরা জানি বর্তমান সরকার কন্যাশিশুদের কল্যাণে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এবারের কন্যাশিশু দিবসে মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বেগম ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, সরকার কন্যা শিশুদের উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। সরকারের সব উন্নয়ন পরিকল্পনায় কন্যা শিশুদের গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। মেয়েরা যাতে নিয়মিত স্কুলে যায়, নিরাপত্তা পায়, নিরাপদ স্যানিটারি ব্যবস্থা পায়, খেলাধুলা করতে পারে সে ব্যবস্থা করছে সরকার। তাদের জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে। ডে-কেয়ার সেন্টার এবং শিশু বিকাশ কেন্দ্র বানানো হয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের শিশুদের জন্য প্রথম শিশু বাজেট প্রণয়ন করেছেন। মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় কন্যা শিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের যৌথসভায় মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কামরুন নাহার বলেন, আমাদের কন্যারা এখনও কিছু কিছু জায়গায় পিছিয়ে আছে। তাই এ দিবস পালনের মধ্য দিয়ে আমরা সবাইকে সচেতন করে তুলতে চাই। কন্যা শিশু শুধু কন্যা নয়, সে এক সময় মা হবে। সেই মা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এগিয়ে নেবে। অপর বক্তা লাকি ইনাম বলেন, কন্যা শিশুদের প্রথম বৈষম্য শুরু হয় পরিবার থেকে। তাদের অবহেলা করা হলেও বৃদ্ধ বয়সে সেই কন্যাদেরই মা-বাবার বেশি সেবা করতে দেখা যায়। তিনি বলেন, এখন সবক্ষেত্রেই এগিয়ে আমাদের কন্যারা। এসএসসি ও এইচএসসির ফল তার বড় প্রমাণ। রাষ্ট্রপতি বলেন, আজকের কন্যা শিশু আগামী দিনের নারী। তাই প্রতিটি কন্যা শিশুর অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সবার কর্তব্য। বর্তমান সরকার কন্যা শিশুদের উন্নয়নে অত্যন্ত আন্তরিক এবং কন্যা শিশুদের কল্যাণে বিশেষ করে তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত মেয়েদের বিনা বেতনে অধ্যয়নসহ শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে, ফলে মেয়েদের শিক্ষার হার বেড়েছে, বাল্যবিয়ে ও যৌতুকের হার কমে এসেছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি মেয়েরা খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে যুক্ত হয়ে অসাধারণ সফলতা প্রদর্শন করছে। বাংলাদেশের এসব পদক্ষেপ বর্হিবিশ্বেও প্রশংসিত হচ্ছে। তিনি বলেন, নারীর সার্বিক অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করতে বাল্যবিয়ে, যৌতুক, ইভটিজিং প্রতিরোধসহ সামাজিক ও পারিবারিক বৈষম্য ও নির্যাতন থেকে কন্যা শিশুদের সুরক্ষিত রাখতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস উদযাপনের মাধ্যমে এ বিষয়ে সাধারণ জনগণের মাঝে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি হবে।

স্কুল-গেইটে অপেক্ষামান ‘মা’

মোমেনা বেগম এখন পোষাকশিল্পের উদ্যোক্তা

সহজ সরল নারী মোমেনা বেগম, ডাকনাম হাসু। চট্টগ্রাম নগরীর নেভিগেইট এলাকায় একটি স্বনামধন্য স্কুল-গেইট থেকে তার ব্যবসা শুরু। ব্যবসা শুরুর আগে মোমেনা ইয়াং ওয়ান গ্রুপের একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কিউসি পদে চাকরি করতেন। কুমিল্লার মুরাদনগর গাঙ্গেরকোট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০০০ সালে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে চট্টগ্রাম শহরে বেড়াতে আসেন তিনি। পারিবারিক জীবনে পল্লী চিকিৎসক বাবা এবং সৎ মায়ের সংসারে তিন বোনের টানাপোড়নের জীবন। ক্লাসের মেধাবি ছাত্রী মোমেনা শহরে এসে পার্শ্ববর্তী এক মহিলার কাছে চাকুরীর কথা শুনে লুফে নেন এবং ইয়াংওয়ান গ্রুপের একটি গার্মেন্টসে কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর পদে যোগদান করেন। ২০০৩ সালে ইয়াংওয়ানেরই এক কর্মকর্তার সাথে তার বিয়ে হয়। চাকুরী, সংসার নির্বাহ করে তিনি নিজ গ্রামের একটি কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিলেও কৃতকার্য হতে পারেননি। ২০০৪ সালে তার প্রথম ছেলের জন্ম হয়। সুনামের সাথে চাকুরীর সুবাদে পরবর্তীতে সুপারভাইজার পদে পদোন্নতি সত্ত্বেও পরিবারের কাছাকাছি কোন আত্মীয়-স্বজন না থাকাতে বাচ্চা লালন-পালনে তিনি চাকুরি ছাড়েন। চাকুরি ছাড়ার পর ২০০৪ সালে কাজপাগল মোমেনা ভাবতে থাকেন নিজ উদ্যোগে কিছু করা যায় কিনা। তখন তারা চট্টগ্রাম শহরের ক্রসিং, এমপিবি গেইট এলাকায় ভাড়াবাসায় থাকতেন। মোমেনা লক্ষ্য করেন বাসার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বাচ্চাদের একটি বিখ্যাত স্কুল-গেইটে প্রতিদিন শত শত ‘মা’ জড়ো হন। তার মাথায় ভাবনা আসে এখানে কোন ব্যবসা করা যায় কিনা। ব্যবসার লক্ষিত জনগোষ্ঠী হিসেবে তিনি স্কুল-গেইটে অপেক্ষমান মা'দেরই স্থির করলেন। তিনি আরো স্থির করলেন জড়ো হওয়া মহিলাদের এমন কিছু বিক্রি করতে হবে- যা তারা তার কাছে পেয়ে খুশি হন। তিনি ভাবলেন মহিলাদের এমন কিছু আইটেম রয়েছে যেগুলো তারা অন্যকে দিয়ে কেনাতে পারে না, আবার অনেক সময় ব্যস্ততা বা পছন্দসই না হওয়ায় স্বামীকে দিয়ে কিনাতেও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। এরকম কিছু আইটেম; মহিলাদের ইনার গার্মেন্টস, বেবি আইটেম নিয়ে মোমেনা আশ-পাশ এলাকায় কিছু কিছু পণ্য বেচাকেনা শুরু করেন। ২০০৫ সালে ঘাসফুল পতেঙ্গা শাখার তৎকালীন শাখা ব্যবস্থাপক নুরুজ্জামান মোমেনার ব্যবসায়িক উদ্যোগের কথা শুনে তাকে প্রথমে পনের হাজার টাকা ঋণের ব্যবস্থা করেন। ঋণ পেয়ে মোমেনা টেরিবাজার পাইকারি দোকান থেকে কোয়ালিটি সম্পন্ন মহিলাদের ইনার গার্মেন্টস পণ্যসামগ্রী, নানারকম বেবি আইটেমসহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য এনে স্কুল-গেইটে অপেক্ষামান মা'দের কাছে বিক্রি শুরু করেন। তার স্বভাবসুলভ সারল্য আর সততা দিয়ে স্কুল-গেইটে অপেক্ষামান ‘মা’ এবং নেভি কলোনির স্থানীয় মহিলাদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এলাকায় মোমেনার পরিচিতি বাড়ার সাথে বেচাবিক্রিও বাড়তে থাকে। ঘাসফুল পরবর্তীতে তাঁকে পাঁচ দফায় আট লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করে। ঘাসফুলের ঋণ এবং অন্যান্য সহায়তা নিয়ে মোমেনা বাড়াতে থাকে তার পুঁজি এবং বিনিয়োগ। মোমেনার বড়ছেলে আকিব ২০০৮ সালে নৌবাহিনী স্কুলে ভর্তি হলে তার ব্যবসায়িক ধারণায় নতুন মোড় নেয়। তিনি ২০০৯ সালে স্কুল-গেইটের কাছেই ‘এম.টি. ফ্যাশন’ নামে একটি শো-রুম নেন, যেটি এখন ভাবির দোকান নামে এলাকায় খ্যাতি পায়। ক্রেতাদের আন্তরিকতা আর ব্যবসায়িক সুনাম তাকে ব্যবসার নতুন পরিকল্পনায় দারুণভাবে উৎসাহিত করে। মানুষের আন্তরিকতায় মুগ্ধ মোমেনার কাছে ব্যবসা তখন শুধুমাত্র আয়-রোজগারের পথ নয়, বরং এক ধরণের সামাজিক বন্ধন হিসেবে নেশা জাগায়। মোমেনার জীবনে পেশা এবং নেশা যেন একসূত্রে বাঁধা পড়ে। এভাবে কিছু দিন চলার পর মোমেনা তার পূর্ববর্তী চাকুরীর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে দোকানে একটি সেলাইমেশিন বসিয়ে নিজেই কিছু কিছু উৎপাদন শুরু করেন। নারায়ণগঞ্জ থেকে এক্সপোর্ট কোয়ালিটি সম্পন্ন কাপড় ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করে নিজস্ব

➢ বাকী অংশ ৬ষ্ঠ পৃ: দেখুন

মোমেনা বেগম এখন........ ৫ম পৃষ্ঠার পর

ডিজাইন এবং 'এম.টি.ফ্যাশন' ব্র্যান্ডে মহিলাদের বিভিন্ন ধরণের ইনার গার্মেন্টস আইটেম, কাপড়ের ব্যাগ এবং মেয়ে বাচ্চাদের জামা তৈরি করতে থাকেন। এসব উৎপাদিত পণ্য নিজের শো-রুম ছাড়াও স্থানীয় ভাবে বিভিন্ন এলাকায়, শপিংমলে বাজারজাত করার ব্যবস্থা নেন। এভাবে চাহিদা বাড়াতে ধীরে ধীরে তিনি সেলাইমেশিন ও কর্মীও বাড়াতে থাকেন। পণ্য বাজারজাতকরণে এর মধ্যে তিনি নিজস্ব উদ্ভাবনী পন্থায় ভিন্নধরণের এক মার্কেটিং নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেন। স্বল্পআয়ের পরিবারের নারী, স্বল্পবেতনের গার্মেন্টসকর্মী, নারী হকার, এমনকি ভবঘুরে ভিক্ষুক মহিলাদের পর্যন্ত তিনি তার মার্কেটিং নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসেন। নেটওয়ার্কের আওতায় এসব মহিলারা মোমেনার উৎপাদিত পণ্য বিভিন্ন এলাকা কিংবা মার্কেটে নিয়ে যান এবং মাসশেষে অবিক্রিত পণ্য ও বকেয়া ফেরত দিয়ে প্রায় প্রতিজনই ২/৩ হাজার টাকা করে রোজগার করতে থাকেন। মোমেনার ভাষ্যমতে তিনি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে আয়-রোজগারের পথ শিখিয়ে তার মতো অন্য নারীদেরও পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন মাত্র। এভাবে তিনি ব্যবসার পরিধি বাড়াতে থাকেন এবং বর্ধিত আয়-রোজগার দিয়ে শহরের পতেঙ্গা থানার খেজুরতলা এলাকায় একখন্ড জমি কিনে বাড়ি করেন। একসময় ব্যবসার পরিধি বেড়ে যাওয়ায় তিনি স্বামীকে চাকুরি ছাড়িয়ে নিজেদের ব্যবসায় নিয়ে আসেন। বর্তমানে তার স্বামীরও আলাদা শোরুম ও সাপ্লাই ব্যবসা রয়েছে। এভাবে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে মোমেনার স্বপ্ন, সংগ্রামী পথ বেয়ে ঘুচাতে থাকে দুঃখ। মোমেনার ছোটবেলায় বাবার সাথে তাদের মায়ের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যাওয়ায় মাতৃহীনা তিনবোন সৎমায়ের সংসারে বড় হন। তাদের জীবনে সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় ছিলো মায়ের কোন স্মৃতিই তাদের ছিলো না। এমনকি বড় হয়ে তাদের জাতীয় পরিচয়পত্রে পর্যন্ত জন্মধাত্রি মায়ের নাম নেই, আছে সৎমায়ের নাম। পরবর্তীতে মোমেনা এবং তার স্বামী কাজী সাইফুল ইসলামের নিরন্তর প্রচেষ্টায় ছোটবেলায় ছেড়ে যাওয়া মায়ের সন্ধান করে খুঁজে পান। ২০০৯ সালে তাদের কোল আলো করে আসে কন্যাসন্তান। শুধু নিজের পরিবার কিংবা নিজের জীবন নয়, মোমেনা দায়িত্ব নেন তার বাকি দুইবোনেরও। বড়বোনের স্বামীকে শহরে বাড়ি করে দেন এবং ছোটবোনের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। ব্যবসার অগ্রগতিতে মোমেনা যথাসময়ে যথার্থ উদ্যোগ নিতে ভুল করেননি। তিনি ২০১৫ সালে শো-রুমের কাছাকাছি ছোট্ট একটি কারখানা চালু করেন। পুরোদমে কারখানা চালু করার পর মোমেনাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। বর্তমানে তার কারখানায় রয়েছে ৬/৭টি অটো সেলাইমেশিন, চারজন দক্ষ কারিগর, দুইটি শোরুম এবং দুইজন মহিলাকর্মী। বর্তমানে তিনি স্থানীয় বাজার ছাড়াও শহরের বিভিন্ন শপিংমলেও পণ্য সরবরাহ করছেন। মোমেনার কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান ভাল এবং বিক্রয়মূল্য তুলনামূলক কম হওয়ায় তাকে মার্কেটে যেতে হয়না বরং ছোটবড় বিভিন্ন ধরণের ব্যবসায়ি নিজেরা এসে তার উৎপাদিত পণ্য নিয়ে যায়। মোমেনা বলেন প্রতিমাসে তার বিক্রয় হয় ৭/৮ লক্ষ টাকা। কর্মচারীদের বেতন-ভাতা এবং অন্যান্য খরচ বাদ দিয়ে প্রতিমাসে তার ৩/৪ লক্ষ টাকা আয় থাকে। মোমেনা বেগম বর্তমানে

চট্টগ্রাম ওমেন চেম্বার এন্ড কমার্স এর সদস্যপদও লাভ করেন। মোমেনার ভবিষ্যত পরিকল্পনা জানতে চাইলে বলেন, বাংলাদেশের বাজারে তিনি এমন গুণগত মানসম্পন্ন ইনার গার্মেন্টস পণ্য উৎপাদন করতে চান, যাতে বাংলাদেশের নারীরা বিদেশী পণ্য ব্যবহার না করে স্বেচ্ছায় এবং সন্তুষ্টি নিয়ে দেশিয় পণ্য ব্যবহার করতে আগ্রহী হয়ে উঠেন। মোমেনার এই উদ্যোগের পুরো ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি স্কুলগেইটে অলস সময় কাটানো বাচ্চাদের জন্য অপেক্ষারত মা'দের নিয়ে ভেবেছেন এবং তিনি শুধু তাদের ক্রেতা বানাননি বরং এদের মধ্যে অনেককে আয়-রোজগারের পথও দেখিয়েছেন। দ্বিতীয়ত তিনি শুধু পণ্য বাণিজ্য করে থেমে যাননি বরং নিজে কারখানা স্থাপন করে দেশের মানুষের জন্য গুণগত পণ্য নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তৃতীয়ত; তিনি একজন ব্যক্তির সংগ্রামী জীবনের মাধ্যমে অপর দুইবোনের সংসার এবং নিজ সংসারে সচ্ছলতার পথ খুঁজে দিয়েছেন। সমাজের একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে কাটানো ব্যক্তি মোমেনার শৈশব, বেড়ে উঠা এবং উত্থানপর্ব পর্যালোচনায় দেখা যায় তিনি শুধু আয়-রোজগারের পথ খুঁজে বেড়াননি, চলার পথে মানবিকতার স্বাক্ষরও রেখেছেন স্পষ্টভাবে। স্থানীয় লোকজনের সাথে আলাপকালে জানা যায় তিনি ওই এলাকার বিভিন্ন সামাজিক জনহিতকর কর্মকান্ডেও জড়িত রয়েছেন। ব্যবসা ক্ষেত্রেও তার সৃষ্ট বিপনন প্রক্রিয়াটি ছিল অভিনব এবং জনহিতকর। আমরা যখন মোমেনার শো-রুমে পৌঁছায় তখন প্রায় দুপুর। আমাদের সাথে সাক্ষাতকারে বসে তিনি শো-রুমের কর্মচারিদের বলেন, মা' তোমরা খেয়ে এসো, তোমরা আসলে আমি যাবো খেতে! হাসিমুখে এক এক করে জড়তাহীন কন্ঠে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মাননি মোমেনা। জীবনযোদ্ধা মোমেনা বেগম অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে পারিবারিক জটিলতার মধ্য দিয়ে একাই জীবনের পথ খুঁজে নিয়েছেন। নানারকম পারিবারিক দ্বন্ধে, জীবন সংগ্রামে অপর তিনবোনসহ তার বেড়ে উঠা। মোমেনার জাতীয় পরিচয়পত্রে আসল মায়ের নাম দেয়া হলো না কেন ? প্রতিবেদকের এমন প্রশ্নে কথা আটকে যায় তার মুখে! ছলছল চোখে তিনি তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ, কিছুই বলতে পারেননি! এসএসসি পরীক্ষার পর ফলাফল বেরুবার তিনমাস সময়ে মোমেনা চট্টগ্রাম শহরে আসেন বেড়াতে। বেড়াতে এসে কেন চাকুরী খুঁজলেন এমন প্রশ্নের উত্তরে মোমেনা জানালেন, বাবা আগ্রাবাদ হাজিপাড়ায় ডাঃ নুরুল আবছারের চেম্বারে কম্পাউন্ডার হিসেবে কাজ করতেন। খুবই সামান্য বেতন। তারা তিনবোন ছাড়াও সৎ মায়ের ঘরে রয়েছে ছেলে সন্তান। পরিবারে সবসময় লেগে থাকতো অভাব-অনটন আর অসচ্ছলতা। মোমেনা আরো বলেন, স্কুলের প্রতিটি ক্লাসে মেধাবি ছাত্রী হিসেবে ফলাফল থাকলেও পরিবারের হাল ধরতে ইয়াংওয়ানে কাজ নিই। মনে মনে উচ্চ শিক্ষা নেয়ার যে স্বপ্ন ছিল তা আমি আমার ছেলে-মেয়ের মাধ্যমে পূর্ণ করতে চাই! বর্তমানে তার বড় ছেলে অস্টম শ্রেণিতে এবং মেয়েটি চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ছে। পরিবারে স্বামী-স্ত্রী দু'জনের আলাদা ব্যবসা, আলাদা প্রতিষ্ঠান। মোমেনা আরো জানান, তার পুরো ব্যবসায়িক জীবনে একদিনও অনুপস্থিতি নেই, প্রতিদিনই তিনি ভোরে এসে শো-রুম খুলেন এবং রাত ৮/৯ টায় বাসায় ফিরেন। বাসায় ফিরে অন্যান্য মায়ের মতোই তিনি বাচ্চাদের দেখাশুনা এবং রান্না-বান্নার কাজ সেরে নেন। তিনি বলেন, জীবনে আনন্দ আছে, অর্জন আছে, ক্লান্তিও আছে তবে বিশ্রামের অবসর নেই! তিনি তার কাজটাকে উপভোগ করেন, এরকম আনন্দ আর অর্জনে পার করতে চান বাকিটা জীবন। আমরাও চাই, সফল সংগ্রামি নারী মোমেনা বেগমের স্বপ্ন সফল হোক, অসম্পন্ন ইচ্ছেগুলো পূর্ণ হোক, ভালবাসায় ভরে উঠুক তার পরিবার, সম্মান ও স্বীকৃতিতে অগ্রযাত্রার প্রতীক হয়ে উঠুক সমাজে।

জাতীয় কন্যা শিশু দিবস-২০১৯

কন্যা শিশুর অগ্রযাত্রা, দেশের জন্য নতুন মাত্রা

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিটের উদ্যোগে মেখল ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচি কার্যালয় প্রাঙ্গণ ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নের পেশকারহাট ইসলামিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে গত ৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল 'কন্যা শিশুর অগ্রযাত্রা, দেশের জন্য নতুন মাত্রা'। এ উপলক্ষে মেখল ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ সালাহ উদ্দিন চৌধুরীর নেতৃত্বে স্থানীয় নারী পুরুষের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালী শেষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ সালাহ উদ্দিন চৌধুরী, মেখল আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিপু কুমার চক্রবর্তী, প্যানেল চেয়ারম্যান মোঃ জসিম উদ্দিন, মেম্বার আব্দুর শুক্কুর, মহিলা মেম্বার বেবী আক্তার, সমাজ সেবক আবুল কালাম। একইভাবে গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নেও জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধা আমিনুর রহমানের নেতৃত্বে স্থানীয় নারী পুরুষের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালী শেষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পেশকারহাট ইসলামিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা সুপার মীর মোঃ নুরুল আমিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আমিনুর রহমান, গুমান মর্দ্দন ইউপি প্যানেল চেয়ারম্যান জামাল উদ্দিন, মহিলা মেম্বার আয়েশা আমেনা প্রমূখ। উভয় ইউনিয়নের র‍্যালী ও আলোচনা সভায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, যুব নারী-পুরুষ প্রতিনিধি, এলাকার সাধারণ নারী-পুরুষ ও ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তা-কর্মীগণ অংশ গ্রহণ করে।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে বয়স্কভাতা, ফিজিওথেরাপি সেবা প্রদান

পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে গত তিন মাসে দুইশ জন প্রবীণকে পাঁচশত টাকা হারে মোট তিন লক্ষ টাকা বয়স্কভাতা ও পাঁচ জন মৃত ব্যক্তির সৎকার বাবদ দুই হাজার টাকা হারে মোট দশ হাজার প্রদান করা হয়। কর্মসূচির আওতায় অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা দুইশত আট জন প্রবীণকে ফিজিওথেরাপী ও স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয়। তাছাড়া নিয়মিত প্রবীণ গ্রাম, ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গুমান মর্দ্দন ও মেখল ইউনিয়নে স্বাস্থ্যক্যাম্প সম্পন্ন

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় গত ০৪ সেপ্টেম্বর গুমান মর্দ্দন পেশকারহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মেখল ইউনিয়নে ১৯ সেপ্টেম্বর নগেন্দ্রনাথ মহাজন উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে মেডিসিন, নাক, কান, গলা এবং ডায়াবেটিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ও চট্টগ্রাম লায়ন্স হসপিটাল এর মেডিকেল টিম কর্তৃক চক্ষু চিকিৎসা সেবা প্রদানের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী স্বাস্থ্য, চক্ষুক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এতে গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নের ৪৪৫জন ও মেখল ইউনিয়নের ৬৫৮ জন রোগী স্বাস্থ্য ও চক্ষুসেবা গ্রহণ করে।

পরিকল্পিত ফল চাষ যোগাবে পুষ্টিসম্মত খাবার

ফলদ বৃক্ষ মেলায় ঘাসফুলের অংশ গ্রহণ

গত ২৮ জুলাই - ৩ আগস্ট কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, হাটহাজারী রেঞ্জ ও চট্টগ্রাম বন বিভাগ (উত্তর) এর যৌথ উদ্যোগে উপজেলা পরিষদ চত্বরে সাতদিন ব্যাপি এক ফলদ বৃক্ষ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল- 'পরিকল্পিত ফল চাষ যোগাবে পুষ্টিসম্মত খাবার'। ২৮ জুলাই প্রথমদিন হাটহাজারী উপজেলা পরিষদ চত্বরে র‍্যালীর মাধ্যমে মেলার উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কীয় সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি। মেলার উদ্বোধন শেষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রুহুল আমিন এর সভাপতিত্বে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এস এম রাশেদুল আলম, ভাইস চেয়ারম্যান নুরুল আলম বাসেক ও মোক্তার বেগম মুক্তা। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি বলেন, বর্তমান সরকার কৃষিবান্ধব সরকার। সরকার কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে সরকার গ্রাম পর্যায় থেকে ন্যায্যমূল্যে ধান ক্রয় করছে। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিয়াজ মোরশেদের সঞ্চালনায় সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইউপি চেয়ারম্যান সালাউদ্দিন চৌধুরী, খোরশেদ আলম প্রমুখ। মেলায় ঘাসফুল অংশগ্রহণ করে এবং স্টলে আগত অতিথিদের মাঝে সংস্থার PACE এর আওতায় ভ্যালু চেইন এবং টেকনোলজি প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষক ও কৃষি বিষয়ক উন্নয়ন কার্যক্রম তুলে ধরেন।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ। এরই ধারাবাহিকতায় গত তিন মাসে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

বিষয়	সময়কাল	সংখ্যা	আয়োজক ও স্থান
ToT on Elimination of Child Labour	১৬-১৯ সেপ্টেম্বর	০১জন	বিএসএএফ, সিবিসিবি
ME & SME Employee's Development	১৭-১৯ সেপ্টেম্বর	০১জন	সিডিএফ, সিডিএফ
Humanitarian Quality and Accountability Standards	১৬-১৯ সেপ্টেম্বর	০১জন	স্টার্ট ফান্ড, ছুটি রিসোর্ট
Accounts & Financial Management	২২-২৫ সেপ্টেম্বর	০১জন	পিকেএসএফ, আইএনএম

ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র

ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রে গত তিনমাসে দলিত (হরিজন) সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি ছিল ৯৬%। কেন্দ্রের রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত গান, নাচ, ছবি আঁকা, সচেতনতামূলক কাস, অভিভাবক সভা আয়োজন এবং সরকারি স্কুলে ভর্তি করা শিক্ষার্থীদের ফলোআপ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

PACE এর আওতায় ভ্যালু চেইন এবং টেকনোলজি প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ও মাঠ দিবস সম্পন্ন

পিকেএসএফ এর সহায়তায় চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন PACE এর হাটহাজারীর মিষ্টি মরিচ, নিরাপদ সবজি ও মসলা জাতীয় ফসলের বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষকের আয়বৃদ্ধিকরণ (Value Chain Project) প্রকল্পের আওতায় গত তিন মাসে তিনটি প্রশিক্ষণ ও তিনটি ইস্যুভিত্তিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া উদ্যোক্তা পর্যায়ে উচ্চমূল্যের ফল ও ফসল চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (Technology Project) প্রকল্পের আওতায় দুইটি মাঠ দিবস, একটি প্রশিক্ষণ ও আশি জন কৃষকের মাঝে সার ও কীটনাশক বিতরণ করা হয়। প্রশিক্ষণ গুলো পরিচালনা করেন কনসালটেন্ট রুস্তম আলী, PACE প্রকল্প সমন্বয়কারী কৃষিবিদ হরি সাধন রায়, অ্যাসিসটেন্ট ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলেটেটর মোঃ এমরান।

আর্ন্তজাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৯

বহু ভাষায় সাক্ষরতা উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা

চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো চট্টগ্রাম এর আয়োজনে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সমূহের যৌথ উদ্যোগে গত ৮ সেপ্টেম্বর পালিত হল আর্ন্তজাতিক সাক্ষরতা দিবস। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল ‘বহু ভাষায় সাক্ষরতা উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা’। এদিন সকাল ১০টায় চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজ প্রাঙ্গণ থেকে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালীর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। র‍্যালীর উদ্বোধন করেন চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইলিয়াছ হোসেন। র‍্যালী শেষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (আইসিটি ও শিক্ষা) মোঃ আবু হাসান ছিদ্দিক এর সভাপতিত্বে সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইলিয়াছ হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপ-পরিচালক (স্থানীয় সরকার) ইয়াছমিন পারভীন তিবরীজি, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) হৃষিকেশ শীল, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো চট্টগ্রামের সহকারী পরিচালক মোঃ জুলফিকার আমিন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো চট্টগ্রামের সহকারী পরিচালক মোঃ জুলফিকার আমিন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, চট্টগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষায় শতভাগ শিশু শিক্ষার আওতায় এসেছে। প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়া রোধে সরকার কাজ করছে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে। তিনি আরো বলেন চট্টগ্রাম থেকে প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়া রোধে শতভাগ সফল হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। দিবসটির উপর ডিজিটাল ডকুমেন্টরী উপস্থাপন করেন ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসহ ঘাসফুল অংশ গ্রহণ করে।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৯

তথ্য সবার অধিকার : থাকবেনা কেউ পিছনে আর

সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৮ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন ও চট্টগ্রামে কর্মরত উন্নয়ন সংস্থা সমূহের যৌথ উদ্যোগে পালিত হলো আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল “তথ্য সবার অধিকার : থাকবেনা কেউ পিছনে আর”। এদিন সকাল ০৯টায় চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজ প্রাঙ্গণ থেকে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। র‍্যালির উদ্বোধন করেন চট্টগ্রামের (ভারপ্রাপ্ত) জেলা প্রশাসক ইয়াছমিন পারভীন তিবরিজী। র‍্যালি শেষে সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ কামাল হোসেনের সভাপতিত্বে ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফারহানা জাহান উপমার উপস্থাপনায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের (ভারপ্রাপ্ত) জেলা প্রশাসক ইয়াছমিন পারভীন তিবরিজী। বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রুহুল আমিন, চট্টগ্রাম জেলা তথ্য অফিস উপ-পরিচালক মোঃ সাঈদ হাসান। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কাজ করছে সরকার, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তথ্যে'র কোন বিকল্প নেই, উন্নয়নের পূর্বশর্ত হল তথ্যের ব্যবহার এবং মানুষের বাক্-স্বাধীনতার অধিকার, সরকার স্থানীয় পর্যায়েও তথ্য অধিকার নিশ্চিতে কাজ করছে। র‍্যালি ও আলোচনা সভায় সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসহ ঘাসফুল অংশ গ্রহণ করে।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস'১৯

উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত পরিকল্পিত পরিবার

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম জেলা পরিবার-পরিকল্পনা বিভাগ ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সমূহের যৌথ উদ্যোগে গত ১১জুলাই এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। এবারে দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল ‘জনসংখ্যা ও উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ২৫ বছর: প্রতিশ্রুতির দ্রুত বাস্তবায়ন’। এদিন সকাল ৯.০০টায় চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস থেকে র‍্যালী শুরু হয়ে জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে শেষ হয়। র‍্যালী শেষে জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) কামাল হোসেন। প্রধানঅতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার

(উন্নয়ন) নুরুল আলম নিজামী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য বিভাগের উপ-পরিচালক ডা. আবদুস সালাম, ডেপুটি সিভিল সার্জন ডা. তৈয়ব আলী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ চট্টগ্রামের উপ-পরিচালক ডা. উ খ্যে উইন। আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, পরিকল্পিত পরিবার মৌলিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি সুখী সমৃদ্ধ দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত পরিকল্পিত পরিবার। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পরিকল্পিত পরিবার গঠনের বিকল্প নেই। আলোচনা সভা শেষে জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনায় বিশেষ অবদান রাখা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গকে সনদ ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ঘাসফুল কমউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের কর্মকর্তাগণ অংশ গ্রহণ করে।

ঘাসফুল কমউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম

ডেঙ্গু প্রতিরোধ বিষয়ক আলোচনা সভা

গত ০৩ আগস্ট ঘাসফুল কমউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের উদ্যোগে পশ্চিম মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুলের স্থায়ী ক্লিনিকে ডেঙ্গু প্রতিরোধ বিষয়ক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগ ও কমউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের ফোকাল পার্সন সহকারী পরিচালক মো: তাজুল ইসলাম খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের ব্যবস্থাপক তাঈম উল আলম, উপ ব্যবস্থাপক নাজমুল হাসান পাটোয়ারী, ঘাসফুলের মেডিকেল অফিসার ডা. ফাতেমা ইসলাম। আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধে সকলকে সচেতন হতে হবে, ডেঙ্গু থেকে রক্ষা পেতে হলে বাড়ি ঘরের আশপাশ সবসময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, রাতে ঘুমানোর সময় মশারি ব্যবহার, জ্বর হলে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নেয়ার আহ্বান জানান। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল কমউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের ইনচার্জ আতিকুল ইসলাম এবং শাখা পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ ঘাসফুলের উপকারভোগী সদস্যবৃন্দ।

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম

নিয়মিত কার্যক্রম সম্পন্ন

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের আওতায় নিয়মিত কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত রয়েছে। গত তিনমাসে বিভিন্ন বিষয়ে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা এখানে উপস্থাপন করা হলো।

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
ক্লিনিক্যাল সেবা	৯৭৭
টিকাদান কর্মসূচি	৩৮৪
পরিবার পরিকল্পনা	২৭২০
নিরাপদ প্রসব	৫৫
গার্মেন্টস স্বাস্থ্যসেবা	৪৪২৪
হেলথ কার্ড	৩২০

ঘাসফুল ভিশন সেন্টার

গত তিন মাসে ঘাসফুল ভিশন সেন্টারের উদ্যোগে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর ও সাপাহার উপজেলায় মোট ৪টি আই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য ঘাসফুল ভিশন সেন্টার ২০১২ সাল থেকে নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় উন্নত চক্ষুসেবা প্রদান করে আসছে ইস্পাহানী ইসলামিয়া আই ইনিস্টিটিউট এন্ড হসপিটালের সহযোগিতায়।

এক নজরে আইক্যাম্পে সেবাগ্রহণকারীর সংখ্যা

কর্মএলাকা	মোট ক্যাম্প	আউটডোর রোগীর সংখ্যা	অপারেশন যোগ্য চিহ্নিত রোগীর সংখ্যা	অপারেশন সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
নিয়ামতপুর	২	২৪৩	৪৪	২৬
সাপাহার	২	৪৫১	৭৭	৫৮
মোট	৪	৬৯৪	১২১	৮৪
ক্রমপুঞ্জিভূত	১৭৬	২২১৩১	৪০২৬	২৩১৫

মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালন

মায়ের শালদুধ নবজাতক শিশুর শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে

'শিশুকে মাতৃদুগ্ধ পান করাতে মাতা-পিতাকে উৎসাহিত করুন' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের উদ্যোগে গত ০৫ আগস্ট পশ্চিম মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুলের স্থায়ী ক্লিনিকে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগ এবং কমউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের ফোকাল পার্সন সহকারী পরিচালক মো: তাজুল ইসলাম খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের মেডিকেল অফিসার ডা. ফাতেমা ইসলাম। ডা. ফাতেমা বলেন, মায়ের শালদুধ নবজাতক শিশুর শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। এই দুধ পান করালে শিশু সহজে রোগাক্রান্ত হবে না। তিনি সকল মা এবং নতুন মাকে শিশু ও নবজাতককে মায়ের বুকের দুধ পান করানোর জন্য অনুরোধ করেন এবং পরিবারের সকলকে মায়েদেরকে উৎসাহিত এবং সচেতন করার আহ্বান জানান। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল কমউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের ইনচার্জ আতিকুল ইসলাম এবং শাখা পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ ঘাসফুলের উপকারভোগী সদস্যবৃন্দ।

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম

(৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত)

সমিতির সংখ্যা	৪৬৭৩	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়	১৩৬১৯৭৭৯৪৪৯
সদস্য সংখ্যা	৭৫৬৭৩	ঋণ স্থিতির পরিমান	১২০৯৬২৫২৫
সঞ্চয় স্থিতি	৫৯১২৩১৩৫৩	বকেয়া	৪০৪৭২২৩৪
ঋণ গ্রহীতা	৫৮৭০৭	শাখার সংখ্যা	৫০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরন	১৪৮২৯৪০৪৭০০		

ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যুদাবী পরিশোধ

ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম এর ৬৫জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন গত তিন মাসে। ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যুদাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ১৪,১০,৭৮৫/-(চৌদ্দ লক্ষ দশ হাজার সাতশত পচাঁশি) টাকা। মৃত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ৫,০২,১৮৭/- (পাচঁ লক্ষ দুই হাজার একশত সাতাশি) টাকা। এছাড়া দাফন কাফন বাবদ প্রদান করা হয় ৩,২৫,০০০/- (তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা।

সরকার সবধরণের শিশুশ্রম শেষ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমী চট্টগ্রাম এর জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা নারগীস সুলতানা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, সরকারের সেফটি-নেট কার্যক্রমের আওতায় দেশের উন্নয়ন অনেক এগিয়ে, জিডিপিতে বাংলাদেশ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের চেয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করছে সরকার। শুধু আইন দিয়ে শিশুশ্রম বন্ধ হবে না, রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে সবাইকে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করতে হবে। প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ও ঘাসফুল চেয়ারম্যান ড. মনজুর উল আমিন চৌধুরী বলেন, বিভিন্ন গবেষণা সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে গণপরিবহণ সেক্টরে ৫০% এর অধিক ভুয়া ড্রাইভার (অবৈধ চালক) রয়েছে। এ সেক্টরে শিশুশ্রম পরিস্থিতি ভয়াবহ। সরকারের বিবেচনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সড়ক পরিবহণে অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় কর্মরত শিশুসহ অন্যান্য সেক্টরে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় কর্মরত শিশুদের প্রত্যাহার ও পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয়া জরুরী বলে মনে করেন তিনি। তিনি প্রবন্ধে আরো উল্লেখ করেন, ২০২১ কিংবা ২০২৫ সালে শিশুশ্রম বিশেষতঃ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে সরকারের অঙ্গীকার, আইন, কাঠামোগত বিন্যাস, অর্থ, প্রকল্প সবই প্রস্তুত, বাস্তবায়নটাই হচ্ছে বড় চ্যালেঞ্জ। আলোচনা সভায় প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর উপ-মহাপরিদর্শক মোঃ আল আমিন, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি নাজিম উদ্দিন শ্যামল, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন'র চাইল্ড প্রোটেকশন কো-অর্ডিনেটর রাফিজা শাহীন, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ'র রিজিওনাল এ্যাডভোকেসি ও চাইল্ড প্রোটেকশন অফিসার মীর রেজাউল করিম, ইলমার প্রধান নির্বাহী জেসমিন সুলতানা পারু, ইপসা'র সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আলী শাহীন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন, কালকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর এর সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) বিশ্বজিৎ রায়, ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, বিলসের চেয়ারম্যান এ. এম. নাজিম উদ্দিন, কোডেক'র ডিইডি কমল সেনগুপ্ত, কারিতাস এর আঞ্চলিক পরিচালক জেম্স গোমেজ, বিবিএফ এর নির্বাহী পরিচালক উৎপল বড়ুয়া, ইউসেপ এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী জয় প্রকাশ বড়ুয়া, অপরাজেয় বাংলাদেশের প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ মাহবুব উল আলম, ব্র্যাক জেলা প্রতিনিধি নজরুল ইসলাম মজুমদার, স্বপ্নীল এর নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আলী শিকদার, সংশপ্তকের নির্বাহী পরিচালক লিটন চৌধুরী, দৃষ্টি'র নির্বাহী পরিচালক হেলাল উদ্দিন মাহবুব, ভোরের আলো'র প্রধান নির্বাহী শফিকুল ইসলাম, কোডেক'র সিনিয়র ম্যানেজার অলকা চৌধুরী, এফপিএবি-চট্টগ্রাম এর কামরুজ্জামান উজ্জল, সাংবাদিক বেলায়ত হোসেন, শ্রমিকনেতা দিলীপ সরকার, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ'র ব্যবস্থাপক রবার্ট কমল সরকার ও পিন্টু এ পিরিছ, ব্যুরো বাংলাদেশ'র জোনাল ম্যানেজার সমর আলী ফকির, বিশ্বাস যুব সমাজ কল্যাণ সংস্থার শফিউল বশর, কারিতাসের এমদাদুল ইসলাম, পার্কের এডভাইজার নজরুল ইসলাম মান্না, এসডিজি ইয়ুথ ফোরামের প্রেসিডেন্ট নোমান উল্লাহ বাহার, এশিয়ান ইউনির্ভাসিটি ফর উইমেন'র সার্ভিস লার্নিং এন্ড কমউনিটি এনগেজমেন্ট বব্যস্থাপক মোঃ ওবায়দুর রহমান, প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক সাদেকা সুলতানা চৌধুরী, অপকার নির্বাহী পরিচালক মোঃ আলমগীর, বিটা'র মোঃ মনির, পুলিশ স্পেশাল ব্রাঞ্চের কর্মকর্তা মোঃ হাসানুর, জেলা তথ্য কর্মকর্তা মোঃ গোলাম ফারুক, কোতোয়ালী থানার সাব ইন্সপেক্টর শম্পা হাজারী, সংশপ্তকের এডমিন কো-অর্ডিনেটর অগ্রদূত দাশ গুপ্ত, বিবিএফ এর চন্দন কুমার বড়ুয়া, ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশান প্রকল্পের ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর সিরাজুল ইসলাম, প্রশিক্ষক জোবায়দুর রশীদ, ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্পের সমন্বয়কারী অমর সাধন চাকমা প্রমুখ।

ঘাসফুল সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি

চট্টগ্রামের কাট্টলী, হাটহাজারী এলাকায় ৮৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চারাগাছ বিতরণ

প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষায় ঘাসফুল সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি দীর্ঘসময় ধরে অব্যাহতভাবে কাজ করে আসছে। বাংলাদেশ বৃটিশ-আমেরিকান ট্যোবাকো কোম্পানীর সহায়তায় গত ২৪ জুলাই ঘাসফুল এর উদ্যোগে চট্টগ্রাম নগরীর কাট্টলী, হালিশহর এবং হাটহাজারী উপজেলাসহ মোট ৮৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন জাতের পাঁচ হাজার চারাগাছ বিতরণ করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যে ছিল কাট্টলীর জরিনা মফজল সিটি কর্পোরেশন কলেজ, হালিশহর এলাকার আলহাজ্ব এয়াকুব আলী মহিলা কলেজ, বসুন্ধরা মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, হাটহাজারীর উত্তর মেখল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মেখল আর্দশ উচ্চ বিদ্যালয়, মেখল আজিজিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জাফরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়, নগেন্দ্রনাথ মহাজন উচ্চ বিদ্যালয়, গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নের পেশকারহাট বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়, পেশকারহাট ইসলামিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা এতিমখানা ও হেফজখানা, পেশকারহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নাঙ্গলমোড়া উচ্চ বিদ্যালয়, ঘাসফুল সমৃদ্ধি শিক্ষা কেন্দ্র সমূহ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চারা বিতরণকালে ঘাসফুল এর পক্ষ থেকে হাটহাজারী উপজেলায় ছিলেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ নাছির উদ্দিন ও মোহাম্মদ আরিফ এবং কাট্টলী ও হালিশহর এলাকায় উপস্থিত ছিলেন সংস্থার ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের উপ-ব্যবস্থাপক নাজমুল হাসান পাটোয়ারী, শাখা ব্যবস্থাপক লায়লা নুর বেগম। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক/শিক্ষিকার উপস্থিতিতে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষকগণ চারাগুলো গ্রহণ করেন।

৬৯তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ...... শেষ পৃষ্ঠা পর

সহকারি পুলিশ সুপার একেএম আসিফ উদ দৌলা, চৌধুরী মোঃ তানভীর, আবদুল্লাহ আল নোমান। পরিদর্শনকালে প্রশিক্ষণার্থীদের স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। সংস্থার কার্যক্রম নিয়ে ডিজিটাল প্রেজেন্টেশান উপস্থাপন করেন ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের উপ-পরিচালক সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান, হিসাব ও অর্থ বিভাগের উপ-পরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, সহকারী পরিচালক স্মৃতি চৌধুরী, এমআইএস বিভাগের সহকারী পরিচালক আবু জাফর সরদার, সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের প্রশিক্ষক জোবায়দুর রশীদ, ফিল্ড কোর্ডিনেটর সিরাজুল ইসলাম, প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনুর রশীদ প্রমুখ।

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ১৮ বছর

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চলমান
বিসিএস ক্যাডারে নিয়োগ প্রাপ্ত ৬৯তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণার্থীদের ঘাসফুল পরিদর্শন

গত ২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ লোক প্রশাসন কেন্দ্রে চলমান ৬৯তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের এক প্রতিনিধিদল ঘাসফুল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রশিক্ষণার্থীগণ ঘাসফুলের চলমান ও উন্নয়ন সেক্টরে কর্মসূচি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে অবহিত হন। তারা ঘাসফুলের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, ঘাসফুলের কার্যক্রম অত্যন্ত সুন্দর এবং সময়োপযোগী। পরিদর্শন দলে উপস্থিত ছিলেন প্রশিক্ষণার্থী

সহকারী কমিশনার হুমায়রা সুলতানা, আকিব ওসমান, শাহাদাৎ হোসেন, নাছরিন সুলতানা, লাইলাতুল হোসেন, মো: রিফাতুল হক,মাহমুদুল হাসান রাসেল, মো: বোরহান উদ্দিন মিঠু, মো: জোবায়ের হাবিব, মো: তকী ফয়সাল তালুকদার, মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, কিশোর কুমার দাস, উবায়দুর রহমান সাহেল, আবদুল্লাহ খায়রুল ইসলাম চৌধুরী, মো: ইমামুল হাফিজ নাদিম, মারজান হোসাইন, ➢ বাকী অংশ ১১ পৃ: দেখুন

সরকার সবধরণের শিশুশ্রম নির্মূল করতে বদ্ধ পরিকর

ইউকেএইড, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ'র সহযোগিতায় বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে গত ১ জুলাই চট্টগ্রাম কারিতাস মিলনায়তনে চট্টগ্রাম বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপন পরিষদের উদ্যোগে 'শিশুশ্রম নয়, শিশুর জীবন হোক স্বপ্নময়' -বাংলাদেশ শিশু পরিস্থিতি' শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। গোলটেবিল আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী ড. অনুপম সেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম এর অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন) মোঃ নুরুল আলম নিজামী। আলোচনাসভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য, বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও ঘাসফুল চেয়ারম্যান ড. মনজুর উল আমিন চৌধুরী। ➢ বাকী অংশ ১১ পৃ: দেখুন

চট্টগ্রাম বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপন পরিষদের গোলটেবিল আলোচনা

জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন ইয়েস প্রকল্প আয়োজিত 'জঙ্গিবাদের প্রভাবক ও প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ' শীর্ষক থানা পর্যায়ে এক কর্মশালা গত ২৪শে সেপ্টেম্বর উপ-পুলিশ কমিশনার (উত্তর) এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধানঅতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি) এর উপ-পুলিশ কমিশনার (উত্তর) বিজয় বসাক বিপিএম, পিপিএম। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য ও প্রকল্পের ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন ইয়েস প্রকল্পের সমন্বয়কারী অমর সাধন চাকমা। প্রধান অতিথি বলেন, জঙ্গিবাদ আজ আর কোনো নির্দিষ্ট দেশের সমস্যা নয়। এটি আজ বহুজাতিক ও বহুমাত্রিক সমস্যা। পুরো বিশ্ব আজ জঙ্গিবাদের ভয়াল থাবার শিকার। এটি কোনো ধর্মীয় বা জাতিগত সমস্যা নয়। প্রতিটি দেশের সরকার এ জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। আমরাও এই জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছি এবং সর্বত্র এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখছি। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ পুলিশ জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে বেশ কিছু সক্রিয় অপারেশন পরিচালনা করেছে, যা প্রশংসার দাবীদার। আমরা এই প্রশংসাকে হাতিয়ার হিসেবে ধরে নিয়ে নিশ্চিত ও সুন্দর আগামী নির্মাণে আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখতে চাই। ➢ বাকী অংশ ২য় পৃ: দেখুন

জঙ্গিবাদের প্রভাবক ও প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ বিষয়ক কর্মশালা

উপদেষ্টা মন্ডলী
ডেইজী মউদুদ
লুৎফন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফ্ফর (বুলবুল)
সমিহা সলিম
শাহানা মুহিত
সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনুর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল
সম্পাদনা সহকারী
জেসমিন আক্তার

প্রকাশনা : **ঘাসফুল**, এমএ মঞ্জুরী, বাড়ী নং-৫/ডি, বাদশামিয়া রোড, আমিরবাগ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। ফোন : ০৩১-২৮৫৮৬১৩, ২৮৬৮৭৬৮, ফ্যাক্স : ০৩১-২৮৫৮৬২৯, মোবাইল : ০১৭৭৭-৭৮০৭৫৫
ইমেইল :ghashful@ghashful-bd.org, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org